দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

14

# পলিটেকনিক শিক্ষকরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালাবেন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি কর্মবিরতি চালিয়ে যাবে।

গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় প্রেস-ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পলিটেকনিক শিক্ষক নেতৃবৃন্দ একথা বলেছেন। এতে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি খন্দকার শাহাবুদ্দিন, সহ-সভাপতি আবদুর রউফ ও আবদুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ।

পলিটেকনিক : পৃঃ ১২ কঃ ১

## পলিটেকনিক : শিক্ষকদের ধর্মঘট চলবে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

লিখিত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান পলিটেকনিক শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে তাদের দাবি পূরণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপ এবং পার্লামেন্টের সহ-যোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, সমিতি তার ১লা অক্টোবর ঘোষিত মাসব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে আজ রোববার সকল সংসদ সদস্যকে চিঠি দেবে। ২৫ থেকে ৩০ অক্টোবর শিক্ষকরা কালোব্যাজ ধারণ করবে। ২৫শে অক্টোবর মিছিল করে শিক্ষা অধিদপ্তরে গিয়ে ২ ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট এবং একই দিন মিছিল করে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে গিয়ে সকল শাখার অবস্থান ধর্মঘট। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে যে কোন তারিখে শিক্ষা ভবন চত্বরে সারা দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষকদের মহাসমাবেশ ও জাতীয় সংসদ অভিমুখে মিছিল। একই দিন স্পীকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছে স্মরকলিপি পেশ করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সরকার সন্তোষজনকভাবে সমস্যার সমাধান করলে অর্থাৎ এখনি পূরণ করা যায় এমন দাবি-গুলো মেনে নিলে তারা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করতে পারেন।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই শিক্ষায় সেশনজট দূর করেছিলেন অথচ আজ শিক্ষকদের কর্ম-বিরতির কারণে আবার সেশনজট সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। তা এই পরিস্থিতি যাতে আবারো সৃষ্টি না হয় সেজন্য শিক্ষকদের দাবি পূরণের আহ্বান জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে সভাপতি খন্দকার শাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকার অতীতে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসে দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু আলো-চনাশেষে তা ভুলে গেছে; শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির প্রতি সম্মান দেখাচ্ছেন না।

তিনি আরো বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন সভা সমাবেশে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এমন কি এই শিক্ষার প্রসারে যারা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারেন তাদের দাবি পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না।